native ruler of [illegible] philosopher kings of history.' —Paul Mason Oursol)।

প্রশ্ন ৩.৯। মৌর্যযুগে ভারতবর্ষের সামাজিক, ধর্মীয় অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতির জীবনের একটি বিবরণ লেখ।

উত্তর। মৌর্যযুগে ভারতবর্ষের সামাজিক, ধর্মীয় অর্থনৈতিকও সাংস্কৃতিক জীবন ঃ প্রাচীন ভারতে সামাজিক জীবন বর্ণাশ্রম প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মৌর্য যুগেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনায় দেখা যায় যে, মৌর্য যুগে বর্ণাশ্রম প্রথা পূর্বেকার মতই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মণ চাণক্যের সহায়তায় যে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক। সমাজ সেই সময় প্রধানতঃ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

মৌর্যযুগের সামাজিক অবস্থা

এই শ্রেণীগুলি যথাক্রমে হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এক শ্রেণীর অপর শ্রেণীতে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং বৃত্তি পরিবর্তন করা ছিল নিয়ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে বর্ণাশ্রম প্রথার কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। বৃত্তির ক্ষেত্রেও কঠোরতা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল হয়ে পড়ে। এই কারণে গ্রীক দূত মেগাস্থেনিস তাঁর রচনায় ভারতীয় সমাজকে জন্মগত শ্রেণীতে বিভক্ত না করে বৃত্তিগত শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তিনি বৃত্তি অনুযায়ী ভারতীয় সমাজকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখেন। এই সাতটি শ্রেণী হল (১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) শিকারী ও পশুপালক, (৪) কারুশিল্পী, (৫) সৈনিক, (৬) পরিদর্শক ও (৭) অমাত্য।

ভারতে যে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং অশোকের শিলালেখে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মেগাস্থেনিস তাঁর রচনায় এদেশে ক্রীতদাস প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না বলে মন্তব্য করেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতে তৎকালীন সময়ে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল অল্প এবং ক্রীতদাসদের

সমাজে ক্রীতদাসের স্থান

প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করা হত তা তৎকালীন গ্রীসের নাগরিকদের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। তৎকালীন গ্রীসে ক্রীতদাসদের জীবন ছিল দুর্বিসহ। সে তুলনায় ভারতীয় ক্রীতদাসদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করা হত। এইরূপ অবস্থায় মেগাস্থেনিসের মত একজন বিদেশীর পক্ষে ভারতীয় ক্রীতদাসদের চিহ্নিত করা নিতান্তই কঠিন হয়েছিল।

মৌর্য যুগে নারী তার কর্মপ্রতিভা ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ রাখে। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র নারীর অধিকার বহুলাংশে খর্ব করলেও বাস্তবক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যে কেউ কেউ আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে বিদ্যার্জন করত। সাধারণতঃ বিবাহিতা নারী বিদ্যার্জন থেকে বিরত থাকত। সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকলেও

সমাজে নারীর স্থান

বিধবা বিবাহ প্রথা জনপ্রিয় ছিল না। অশোকের অনুশাসনে নারীদের মধ্যে অবরোধ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের জন্য অন্তঃপুরে স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট থাকত। নারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা হলে শাস্তি প্রদান করা হত। মৌর্য যুগে সম্রাটের দেহরক্ষী হিসাবে প্রাসাদে নারীদের নিযুক্ত করা হত। গুপ্তচর হিসেবেও নারীদের নিযুক্ত করা হত। পারিবারিক জীবনে স্ত্রী স্বামীর ধর্মকার্যে সঙ্গিনী হত। বিবাহের সময় নারী যৌতুক হিসেবে যা লাভ করত তা স্ত্রীধন হিসাবে স্বীকৃত হত। স্ত্রীধনের ওপর স্বামীর কোনরূপ অধিকার থাকত না।

Scanned with CamScanner

মেগাস্থেনিস তাঁর রচনায় ভারতীয়দের চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। তারা সরল জীবন যাপন করত এবং মিথ্যা বলতে চাইত না। যাগযজ্ঞ ব্যতীত অন্য কোন সময়ে তারা সুরাপান করত না। চুরি বা রাহাজানির সংখ্যা ছিল নিতান্তই বিরল। সদাচার এবং সত্যবাদিতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ভারতীয়রা আপস-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল। বিচারালয়ের আশ্রয় কখনও তারা গ্রহণ করত না। একমাত্র পোশাক-পরিচ্ছদেই বিলাসিতার লক্ষণ দেখা যেত। জীবনের অন্যক্ষেত্রে বিলাসিতাকে বর্জন করা হত। নাগরিক জীবনও যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং পথঘাটের সুব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা সকলেই লাভ করত। একটি ক্ষেত্রে মেগাস্থেনিস ভারতীয়দের সম্পর্কে ভ্রমাত্মক উক্তি করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সেই সময় ভারতীয়রা লিখতে পড়তে জানত না। কিন্তু মৌর্য যুগের পূর্ব থেকেই লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল তা সম্রাট অশোকের অনুশাসন লেখগুলির রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ করা থেকেই প্রমাণিত হয়। বৌদ্ধ সংঘগুলি ছিল শিক্ষা কেন্দ্র।

উন্নত ধরনের জীবনযাত্রার মান

মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বাধীন চিত্তবিকাশের পথ সুগম হয়। প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরেও প্রসারলাভ করে এবং একটি বিশ্বধর্মে পরিণত হয়। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈনধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে জৈনধর্ম প্রাধান্য অর্জন করে। কৃষ্ণ-বাসুদেবের পূজা এই যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রচলন থাকলেও উপনিষদের দার্শনিক চিন্তা ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করতে থাকে। স্বাধীন চিন্তার সুযোগ, সহিষ্ণুতা এবং অসাম্প্রদায়িক আদর্শ ও প্রাণিজগতের প্রতি পরম করুণা মৌর্যযুগের ধর্মীয় জীবনকে এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ধর্মীয় জীবন— বৌদ্ধধর্মের প্রসার

অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির ভূমিকা ছিল প্রধান। রাষ্ট্র কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের যথেষ্ট ব্যবস্থা করত। জলসেচের জন্য নদী থেকে ছোট এবং বড় খাল খনন করা হয়েছিল। মেগাস্থেনিসের রচনা এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, মৌর্য রাজত্বে বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য উভয়ক্ষেত্র থেকেই রাষ্ট্র প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। স্থলপথে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বহু রাজপথ নির্মিত হয়। এইরূপ একটি রাজপথ পাটলিপুত্র থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প এবং স্থাপত্যশিল্প যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে।

অর্থনৈতিক জীবন

মৌর্য যুগে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলিকে বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল এবং তাঁরা লিখতে পড়তে জানত। মৌর্য যুগে তক্ষশিলা একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বলে পরিচিতি লাভ করে। ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, রাজনীতি, ব্যাকরণ, গণিত ও চিকিৎশাস্ত্র পাঠ্যবস্তু হিসেবে গৃহীত হত। ভারতীয় সাহিত্যের কোন্ কোন্ গ্রন্থ মৌর্য যুগে রচিত হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারা না গেলেও একথা বলা যেতে পারে জৈন কল্পসূত্র, বৌদ্ধকথাবস্তু এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মৌর্যযুগেই রচিত হয়। মৌর্যযুগেই শিল্পকীর্তি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়। মেগাস্থেনিসের বিবরণে মৌর্য যুগের স্থাপত্যকলার উৎকর্ষ সম্বন্ধে জানা যায়। মেগাস্থেনিস-বর্ণিত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ কাষ্ঠনির্মিত হওয়ায় তাঁর কোন চিহ্ন আজ আর বর্তমান নেই। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে নির্মিত প্রস্তরস্তম্ভগুলিই কেবলমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর সময়ে নির্মিত প্রস্তরস্তম্ভগুলির মসৃণতা আজও সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে। সারনাথে মৌর্য যুগের যে ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার
মৌর্যযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

Scanned with CamScanner

সহিত তুলনীয়। ঐতিহাসিক স্মিথ মন্তব্য করেন যে, প্রস্তরখণ্ডকে মসৃণ করবার নৈপুণ্যে মৌর্য যুগ আজও অনতিক্রমণীয়। প্রাণীর আকৃতি রূপায়ণে মৌর্য যুগের শিল্পীগণ অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন কিন্তু কোন মনুষ্যমূর্তির নিদর্শন মৌর্যশিল্পের নিদর্শন হিসেবে পাওয়া যায় নি। এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মৌর্য শিল্পকলা পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় সৃষ্টি।

Scanned with CamScanner